শেষের কবিতা শুরুর গল্প

তানভীর আল আমিন

এক

সুমনের আজ নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। হাফ ইয়ারলি এক্সাম আজ ই শেষ হলো। উফ... কি একটা ঝামেলাই না গেলো এই দেড়টা সপ্তাহ। টানা এগার টা পরীক্ষা। মাঝখানে শুক্রবার একটা গ্যাপ পাওয়া যায়। একটা পরীক্ষা দিয়ে একটু বসার ও সুযোগ নেই... কেন যে স্যাররা বুঝেন না, তাদের ও একটা জীবন আছে...
আইডিয়াল স্কুল এ ক্লাস নাইনে পড়ে সুমন। সায়েন্স নিয়েছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, হায়ার ম্যাথ আর কম্পিউটার। বায়োলজি নেয়নি বলে বন্ধুরা অনেক সময় অনেক কথা শুনিয়ে দেয়। শোনাক। গায়ে মাখে না সুমন। বায়োলজি পড়তে ভাল লাগে না ওর। অনেক অনেক মুখস্ত করতে হবে, ছবি আকতে হবে... আবার ব্যাং ও নাকি কাটতে হয় দুই একটা... কি মুশকিল...তার চেয়ে কম্পিউটার অনেক ভাল। অন্য সাবজেক্ট গুলোর মত মান্ধাতার আমল এর ল্যাব না এটার। বেশ সাজানো গুছানো সুন্দর এসি করা ল্যাব। ভি আই পি ভাব আছে একটা। ভাব এ কাজ হয় না অবশ্য। ইন্টারেস্ট টাই আসল, ও ভাবে মাঝে মাঝে।
এতো আনন্দে থাকার আর একটা স্পেশাল কারন আছে অবশ্য। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় সামিয়ার সাথে দেখা হয়েছে। সামিয়ার প্রতি কিঞ্চিত দুর্বলতা অনুভব করে ও। গোপন দুর্বলতা, কাওকেই কিছু বলেনি। আইডিয়ালেই পড়ে, স্যার এর বাসায় দেখা ওর সাথে। স্যার অবশ্য ছেলে মেয়ে আলাদা পরান। তাও এক ব্যাচ থেকে আর এক ব্যাচ এ হাল্কা দেখা সাক্ষাত এর সুযোগ করে নেওয়া যায়। কে জানে ও কেমন পরীক্ষা দিলো। মনে মনে চিন্তা করে সুমন।

বুক শেলফ এর দিকে এগিয়ে যায় ও। একটা বই পড়া যাক। কোনটা পড়বো... গড ফাদার ? না এখন কাহিনী পড়তে ভালো লাগবে না...ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালাদিস... হুম.... কিন্তু সেদিন ই তো পড়লাম। অবশেষে শেষের কবিতা বের করে নিলো ও।
প্রিয় একটা অংশ বের করে পড়া শুরু করলো।

"পথ বেধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী,
রঙ্গিন নিমেষ ধুলার দুলাল,
পরানে ছড়ায় আবির গুলাল,
উড়না উড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ -আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত .. "

... ক্ষনিক এর জন্য হারিয়ে যায় সুমন। নিজেকে অমিত অমিত মনে হতে থাকে... আর সামিয়া যেন লাবন্য...চিন্তায় বাধা পরলো বোন এর ডাক এ।

"ভাইয়া, তোর ফোন"...
"কর্ডলেস টা নিয়ে আয় না প্লিজ... "

"হ্যালো..."
"কিরে কেমন পরীক্ষা দিলি..."
"ও রনি... দিলাম এক রকম। তিনটা অবজেক্টিভ আন্দাজ এ মেরেছি, দুইটা লেগেছে, আর একটা লাগেনি।"
"সাবাশ বেটা। তোর দেখি জটিল অবস্থা"
"আচ্ছা, হায়ার ম্যাথ শুরু করবেন কবে থেকে স্যার বল তো..."
"মাত্র পরীক্ষা দিলি, এখন ই আবার স্যার.. ?"
"না মানে....."
"আর মানে মানে করতে হবে না বাপধন, আমি এখন অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি"
"মাইর খাবি বলে দিলাম"
"দিস। কিন্তু মার দিলে কি আমি যে গন্ধটা পাচ্ছি সেটা চলে যাবে ?"

দুই

"লেডিস এণ্ড জেন্টেলম্যান, এটেনশন প্লিজ। উই আর ফ্লাইং জাস্ট এবাভ বে অব বেঙ্গল..."
এয়ারহোস্টেস এর মিস্টি কন্ঠে তন্দ্রা ভাব টা কেটে গেল সুমন এর।

ওমা বাংলাদেশ এসে গেছে ? অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো এতক্ষন কি ছাইপাশ ঘটনা মাথায় ঘুরছিল। এসব কথা এখন মনে করছে কেন সে।
নিচে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। দীর্ঘ তিন বছর পর আবার নিজের দেশ। কেমন যেন একটা চাপা কান্না অনুভব করলো বুকের ভিতর। বাবা মা বোনের সাথে এতদিন শুধু ফোন এ কথা হয়েছে। আজ এতদিন পর দেখতে পাবে তাদের।

বন্ধুদের কি অবস্থা ? খুব একটা যোগাযোগ নেই কারো সাথে এখন আর। কলেজ শেষ করে কে কোথায় গিয়েছে কে জানে। রনি ,পলাশ, সুজন ওরা তো নাকি বুয়েট এ ভর্তি হয়েছে।
সামিয়া সম্ভবত আইবিএ তে পড়ছে, কে জানি বলেছিল ওকে একবার । সুমন বরাবর ই একটু ইন্ট্রভার্ট টাইপ। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে নি ওর কথা।

দেশে থাকতে সামিয়ার প্রতি দুর্বলতা কাটিয়ে পড়াশুনায় মনোযোগ দিয়েছে। এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়ে নিতান্ত ভাগ্যক্রমেই যেন স্টেটস এ এডমিশন টা হয়ে গেল। ফুল স্কলারশিপ। আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেল এ ইউএসএ তে ফরেন স্টুডেন্টদের স্কলারশিপ কে সুমন ভাগ্য ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না।

সুমন এর মনে হল, জীবন এর একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যে চিন্তা টা জোর করে মাটি চাপা দিয়েছে, এই ক্ষনিক অবসর এ সেই চিন্তা টা এখন নতুন করে ডালপালা সহ বিস্তৃত হওয়ার অবকাশ খুঁজছে। আবার বিরক্ত হল সে। তাড়ানোর চেষ্টা করলো মাথা থেকে।

তিন

সামিয়া কথা বলছে তার বান্ধবী মিথিলা আর ঋতির সাথে। আইডিয়াল এর স্টুডেন্টদের একটা মেগা রিইউনিয়ন হবে শিগগির। সামিয়া কে একটা গান গাইতে হবে। কিন্তু কোন গান গাইবে সেটা বুঝতে পারছে না।

ঋতিঃ সামিয়া তুই ময়ুরকন্ঠী রাত এর ও নীল এ গা।
মিথিলাঃ ধ্যাত, এইটা না।
সামিয়াঃ গান টা অবশ্য সুন্দর, কিন্তু রিইউনিয়ন এর তো ডেট দিয়ে দিছে, প্রাকটিস করব কবে।
ঋতিঃ তাইলে কবিতা পরার প্রহর...
মিথিলাঃ হা, সামিয়া এখন বসে বসে কবিতাই পরবে...হি হি হি
সামিয়াঃ মানে !!
মিথিলাঃ কেন "ও" দেশ এ আসছে না ?
সামিয়াঃ "ও" ? এই "ও" টা আবার কে ? তোর বয়ফ্রেন্ড বুঝি ? তাইলে আমি কবিতা পড়ব কেন। পড়বি ত তুই।
মিথিলাঃ নো ম্যাডাম। আমার বয়ফ্রেন্ড ঢাকাতেই থাকে।
ঋতিঃ ওহ আমি তো ভুলেই গেছিলাম। আজকে তো রনিই বললো।
সামিয়াঃ কি বললো ?
ঋতিঃ বললো, তোর নাম দিয়ে যার নাম, যার কথা বললে তোর ফর্সা মুখ লাল হয়ে যায়, সেই স্কুল থেকে তুই যার সাথে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস...
সামিয়াঃ মিথ্যুক। রনি এসব বলতেই পারে না। রনির এত সাহস নেই। আমি ডুবে ডুবে জল খাই মানে ?... আর আমার নামে নাম আসবে কোত্থেকে ?
মিথিলাঃ আহা, আমাদের ম্যাডাম কে বানান করে বলতে হবে, তা না হলে তেনার কর্ণকুহরে এটা পৌছবে না।
ঋতিঃ সু-ম-ন
সামিয়াঃ সুমন দেশ এ আসছে নাকি , ওহ ।
মিথিলাঃ ওহ...ম্যাডাম তো আবার এসবের কিছুই জানেন না...তুই তার চেয়ে বরং গান গা... আমার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র এল, সাত সমুদ্র আর তের নদী পার হল, ময়ুরকন্ঠী ভিরিয়ে দিয়ে এথায়, দেখতে এল মোরে. ...
ঋতিঃ হি...হি...হিহি

এবং তারপর

পাঠক পাঠিকারা নিশ্চই বাকী ঘটনা টা ঠিক কিভাবে হল, জানতে আগ্রহী।
আসলে আমিও জানতে আগ্রহী।
আর রিইউনিয়ন এর দিন কি হবে, সেটা জানার জন্য আমাদের সেদিনের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সামিয়া কোন গান টা গাইবে সেটাও নাকি বলা যাবে না। তবে সুমন সম্ভবত এবারের সুযোগ টা কাজে লাগাবে।